পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

নীরব বিপ্লব

১৯৮৩ তে ন্যাশনাল কমপিউটার কমিটি, ১৯৮৮ তে ন্যাশনাল কমপিউটার বোর্ড এবং সর্বশেষ নাম পরিবর্তনের প্রতিযোগিতায় ১৯৮৯ তে গঠিত বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল যখন জাতীয় কমপিউটার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শুধুমাত্র 'প্রকল্প', 'চিন্তা-ভাবনা', 'সার্ভে ইত্যাদি ইত্যাদির . . . আবর্তে ঘূর্ণায়মান, ঠিক সেই যুগ-সন্ধিক্ষণেই দেশপ্রেমিক বেসরকারী কিছু সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট কমপিউটারবিদগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্ম পরিকল্পনার বদৌলতে 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' এ শ্লোগান নিয়ে মে'৯১ এ কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়, তাতে দেশকে কমপিউটারায়নের পরিপূর্ণ সমাধান না থাকলেও অন্ততঃ এ পথে যে বাঁধা বা সমস্যার চিহ্নগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছে- জাতি এই 'নীরব বিপ্লবের' মাধ্যমে অন্ততঃ এটুকু জানতে পারছে যা এদেশের কমপিউটারের ইতিহাসে একটি 'মাইল ফলক' হিসাবেই পরিগণিত হয়ে থাকবে।

তবে, 'বিসিসি'র মতো কোন নির্দিষ্ট ব্রান্ড প্রীতি প্রদর্শন না করে যেন নিরপেক্ষতা বজায় রাখে, এটাই আমাদের কাম্য।

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
বাংলাদেশ কমপিউটার ক্লাব,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

কমপিউটার জগৎ ও কিছু কথা

প্রায় এক বছর আগে **কমপিউটার জগৎ**-এর সাথে আমার পরিচয়। কমপিউটার বিষয়ক তথ্য আর খবর সেই সাথে বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদির সমাবেশ এই পত্রিকাটিতে। কিন্তু শুধু কি ভাবনা'র দ্বারা এদেশে কমপিউটারায়ন সম্ভব? সরকারী উদ্যোগ কি একান্ত জরুরী নয়? **কমপিউটার জগৎ** এব্যাপারে বেশ কাজ করে যাচ্ছে- কিন্তু কাজ করতে হবে আরও বেশী।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনকি পার্শ্ববর্তী ভারতেও যে-হারে কমপিউটারের ব্যবহার বাড়ছে তাতে মনে হয় এটা রেডিওর মত প্রয়োজনীয় একটা বস্তু। কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে না কেন? এই 'কেন'-র জবাব খুঁজে বের করার দায়িত্ব কার? আমাদের দেশে যেটা সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার তা হচ্ছে কমপিউটার বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তারা সাধারণতঃ কমপিউটারে অনভিজ্ঞ। এব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার সময় এখনই।

আবু নুর
সোহরাওয়ার্দী হল
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

জানতে চাই

আমার একটি Floppy Disk কমপিউটারে কিছু দিন পূর্বে যে কোন প্রোগ্রাম ডিস্ক চালু করলে হঠাৎ করে একটি Wish আসতো সেটা হলো–

Wish.....
Facts need no recognition
RM - A silent friend
Dhaka
Press T to reconcile with my wish

এবং T press করে Enter দিয়ে Up/Down arrow move করলে পুনরায় লেখাগুলো দেখা যেত। এর পূর্বে Lotus Disk-এ Press C to Continue লেখাটি আসতো। কিন্তু কিছুদিন ধরে কিছুই দেখছি না। তবে যে কোন সময় এ সমস্যায় হয়তো আবার পড়তে হবে। কেন এটা হয় বা হচ্ছে এর কোন কারণ আমার জানা নেই। যদি কেউ দয়া করে **কমপিউটার জগৎ**-এর মাধ্যমে জানান তবে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।

লেলিন পিনারু
পূর্ব রাজাবাজার,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

[এটা খুব সাধারণ এক ধরনের ভাইরাস। এ সম্পর্কে এ সংখ্যায় **কমপিউটার জগৎ**-এ বিস্তারিত লেখা হয়েছে।]

এদের প্রতিহত করুন

কমপিউটার জগৎ পরিবারকে শুভেচ্ছা। এটিই আমার প্রথম চিঠি এবং একটি ন্যাক্কারজনক বিষয়কে তুলে ধরার জন্যই এ লেখা। আমার বিশ্বাস এ লেখা প্রকাশের মাধ্যমে পাঠক ও কমপিউটার প্রেমী সচেতন নাগরিকগণ সচেতন হবেন। আমরা যারা কমপিউটার বিষয়ে বহির্বিশ্বের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি তাদের উদ্যম হারিয়ে যাবে যদি না আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে সতর্ক না হই–

লক্ষ্য করা যাচ্ছে দেশের আনাচে-কানাচে কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠছে এ প্রযুক্তিকে সবার ঘরে পৌছে দেবার জন্য। এটি খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু এর সঙ্গে কমপিউটার ভাইরাসের মত খারাপ যে দিকটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হলো কিছু কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অর্থলিপ্সা এবং গাফলতি। এরা কমপিউটার শিক্ষার নাম করে দেশের আপামর জনসাধারণের (যারা কমপিউটার সম্পর্কে অজ্ঞ) কাছ থেকে টাকা হজম করছে। এদের এধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ কমপিউটার সম্পর্কে সবার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি না করে সৃষ্টি করছে কমপিউটার ভীতি। এমনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনৈক ছাত্রের সাথে কথা বলার সময় জানতে পারলাম যে ডস শেষ করে এখন লোটাস করছে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাস করি DOS কাকে বলে? DOS-এর পুরো মানে কি? এ প্রশ্ন করতেই সে হা করে তাকিয়ে থাকে। বলে এধরনের কোন কিছু তাদের শেখানো হয়নি। এই যদি হয় শেখানোর নমুনা তবে কমপিউটার শিক্ষায় যা হবে তা একটি বড় ধরনের বাঁধা বই কিছু নয়। এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোন মতেই দেশের উন্নতি করতে পারে না। তাই এর আশু প্রতিকার চেয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যোগ্যতা (?) যাচাই করে এদের ছাড়পত্র দেওয়া উচিত। নতুবা সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে দিন দিন এদের আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হবে। বিনিময় দেশকে তারা এক পঙ্গু বেকার যুব সমাজ উপহার দেবে।

আমিনুল হক
কলাবাগান, নর্থ ধানমন্ডি

আমার প্রত্যাশা

আমাদের না লিখে আমার প্রত্যাশা এজন্যই লিখলাম কারণ আমি যা লিখছি তা একান্তই আমার কথা। তবে হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি এই পত্রিকার অধিকাংশ পাঠক আমার সাথে একমত হবেন।

আমি কতগুলো বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা পুরোপুরিই সংবাদপত্র বা সাময়িকী সংক্রান্ত। আমি বিশ্বাস করি হাজারো পত্রিকার ভীড়ে **কমপিউটার জগৎ** অনন্য এক দীপ্তি নিয়ে পত্রিকা জগতে নিজস্ব এক অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে- তার প্রচ্ছদ, লেখার মান, ছাপার গুণে। আমার মনে হয় পত্রিকাটিতে পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপন না থাকলে এতটা খরচ বহুল পত্রিকাটি সমস্যায় পড়ে যেত। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এর বিজ্ঞাপন ডিজাইনগুলোতে নেই নতুনত্ব বা সৌকর্যের ছাপ। অথচ এটি থাকলে পত্রিকার মান আরো বাড়তো।

এবার আসা যাক একটু ভাষা প্রসঙ্গে। **কমপিউটার জগৎ** বাজারে একমাত্র কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা যেটি বাংলা ভাষাভাষি পাঠকের মনের খোরাক মেটাতে পারছে। তারমানে এই নয় যে, **কমপিউটার জগৎ**-এর পাঠকরা হংরেজী বোঝে না। ইংরেজীর জন্য ইংরেজী পত্রিকা আলাদাভাবে রয়েছে। সেগুলো পড়ে নিলেই হয়। যে কারণে আমি আশা করব আমার প্রিয় পত্রিকা যেন বিদেশী পত্রিকার কাটিং মারা ইংরেজীতে ঝুঁকে না পড়ে।

এবার লেখা প্রসঙ্গে আসা যাক। **কমপিউটার জগৎ**-এর সব থেকে বড় সম্পদ বোধ হয় এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ও এর পর এর সম্পাদকীয়। দেশপ্রেমিক একদল সাহসী মানুষের দিক নির্দেশনা দেশকে ভালবাসতে বারবার উদ্বুদ্ধ করে। কি সে উম্মাদনা। মনে হয় সমস্ত বাঁধা অপসারিত করে বিশ্বের বুকে সগৌরবে মাথা তুলে দাড়াই। আমি প্রত্যাশা করি **কমপিউটার জগৎ** অন্য পত্রিকার সম্পাদকদের মত লেখা চুরি না করে, এর ওর সৌজন্যে অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা না ছাপিয়ে স্বমহিমায় দেশ ও জাতিকে নতুন নতুন দিগন্তে প্রবেশের দিক নির্দেশনা দিক।

চমক
রোড নং-৫,মিরপুর-১০

আর্থিক সংকটে কমপিউটার জগৎ

সম্মানিত গ্রাহকদের প্রতি

বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিকে জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য মাসিক **কমপিউটার জগৎ** তার জন্মলগ্ন থেকেই সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। নিয়মিত গ্রাহকদের এবং যাঁরা গ্রাহক হতে সহায়তা করেছেন তাদেরকে আমাদের প্রকাশিত সহায়িকা পুস্তকসমূহ (২ + ২ = ৪টি) বিনামূল্যে রেজিষ্ট্রি ডাকে বা কুরিয়ার মারফত সরবরাহ করেছি। একইভাবে ট্রেনিং সেন্টারসমূহও আমাদের গ্রাহক সেবা পেয়েছেন। এ কারণে ২০০/= (দুইশত টাকা) দিয়ে গ্রাহক হয়ে আমাদের ১২ সংখ্যা পত্রিকার মূল্য ছাড়াই কেবল বইয়ের মূল্য, পত্রিকা পাঠানোর খরচ এবং আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দুইশত টাকার অধিক ব্যয় করতে হয়েছে। অর্থাৎ পত্রিকাটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খরচ বাদ দিলে বিনামূল্যে বা প্রতি সংখ্যা ২/১ টাকা মূল্যের বিনিময়ে সম্মানিত গ্রাহকদের দিতে হয়েছে। এতে আমরা গত ৩/৪ মাসে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌছেছি। আমরা নিয়মিত গ্রাহকদের বিণীতভাবে অনুরোধ করতে চাই পত্রিকাটি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আমাদের পক্ষে আর গ্রাহক সেবা হিসাবে বিনামূল্যে বই দেয়ার ব্যবস্থাটি চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তবে নিয়মিত গ্রাহকগণ আমাদের প্রকাশিত যে কোন বই আগের মতই ৫০% কম দামে কিনতে পারবেন। সহৃদয় গ্রাহক/পাঠকগণ বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলন টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আমাদের এ অক্ষমতাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমরা আশা করছি।

– **জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক, মাসিক কমপিউটার জগৎ**